খবর রাজ্যে/রাজ্যে

নতুন নীতীশ সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা খারিজ

পাটনা, ৩১ জুলাই : পাটনা হাইকোর্ট নীতীশ কুমারের নতুন সরকার গঠনকে চ্যালেঞ্জ করে একটি জনস্বার্থ মামলা সোমবার খারিজ করে দিয়েছে। সব দলের প্রতিনিধিরা শুনানিতে হাজির ছিলেন। শুনানি শেষে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজেন্দ্র মেনন এবং বিচারপতি এ কে উপাধ্যায়কে নিয়ে তৈরি ডিভিশন বেঞ্চ জনস্বার্থ মামলাটি খারিজ করে দেয়। বেঞ্চ তাদের রায়ে বলেছে, বিধানসভায় আস্থা ভোট নেওয়ার পর এ বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ আর প্রয়োজন নেই।

জনতা দল (সংযুক্ত) প্রধান নীতীশ কুমার ২৬ জুলাই আরজেডি ও কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে বিজেপির হাত ধরেন। তৈরি হয় নতুন মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিসভা আস্থা ভোটেও জয়ী হয়েছে।

যদিও আরজেডি বিধায়ক শরদ যাদব ও চন্দন ভার্মা এবং সমাজবাদী পার্টির এক সদস্য জিতেন্দ্র কুমার পৃথক পৃথক ভাবে এই মন্ত্রিসভা গঠনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পাটনা হাইকোর্টে দু-দু'টি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন।

হাইকোর্ট এই জনস্বার্থ মামলায় শুনানির সময় সব দলের প্রতিনিধিদের তলব করে। শুক্রবারই মামলার রায়দানের কথা থাকলেও আদালত তা মুলতুবি রাখে। সোমবার এই জনস্বার্থ মামলার রায় দিতে গিয়ে পাটনা হাইকোর্ট সেটি খারিজ করে দিল।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জন্য দ্রুত বিল পাস করতে চায় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জন্য কেন্দ্র দ্রুত বিল পাস করার উদ্যোগ শুরু করেছে। এই বিল তাদের পৃথক পরিচিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটাওয়ালে। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের উপর যে বৈষম্য এবং অবিচার দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, সেজন্য দুঃখপ্রকাশ করে আটাওয়ালে বলেছেন, আমাদের সমাজে মহিলা এবং পুরুষদের নিজস্ব অধিকার রয়েছে। এখন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকেও সেই অধিকার দেওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে এ সংক্রান্ত একটি বিল আনা হয়েছে। ওই বিলটি খুব তাড়াতাড়ি সংসদে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানোর কথা আছে। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে উদ্দেশ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস এদিন বলেছেন, ''কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী সরকার আপনাদের জন্য এই বিল আনতে চায়। আপনারা যাতে অধিকার ভোগ করতে পারেন, সেজন্য সরকার সর্বদা তৎপর।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পঞ্চায়েতি রাজের উদ্যোগে 'ডেভেলপিং মডিউল ফর সেন্সিটাইজিং ট্রান্সজেনডার পিপ্‌ল অ্যান্ড স্টেক হোল্ডার' সংক্রান্ত একটি জাতীয় ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়েও কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দফতরের মন্ত্রী রামদাস তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে পাস হয়েছে ট্রান্সজেনডার পার্সন'স (প্রোটেকশন অফ রাইটস) বিল, ২০১৬। এই বিলে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গত বছর লোকসভাতে এই বিলটি পাস হয়। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দফতরের সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বিলটি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হবে।

আটাওয়ালে আরও বলেছেন, তৃতীয় লিঙ্গের সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মানুষই অবিচার ও বৈষম্যের শিকার হন বহু সময়ই। এমনকি তাদের পরিবারকেও ভোগ করতে হয় বৈষম্য এবং অবিচার। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের কল্যাণের জন্য তাদের শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়ে রামদাস বলেছেন, চাকরিতেও তাদের জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন। এনআইআরডি-র ডিরেক্টর জেনারেল ডব্লুআর রেড্ডির মতে, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের কল্যাণের জন্য এতদিন যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা নিছকই শিশুসুলভ। জীবনে তারা যে কষ্ট এবং বৈষম্য ভোগ করেন, তার প্রতিকার হওয়া দ্রুত প্রয়োজন।

নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহে ৫ বছরের কারাদণ্ড

থানে, ৩১ জুলাই : নাবালিকাটি একটি হোমে থাকে। সেখানে তাকে যৌন নিগ্রহ করার জন্য অভিযুক্তকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে থানের একটি আদালত। থানে ডিস্ট্রিক্ট ও স্পেশাল জজ আশুতোষ এন কারমারকার গত সপ্তাহে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

প্রোটেকশন অব চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অ্যাক্টের ৭ ও ৯ (এম) ধারায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এই ধারায় ১২ বছরের নিচে কোনও শিশুকে যৌন নিগ্রহ করা হলে শাস্তি দেওয়া হয়। আদালতের মতে, নাবালিকাটির বয়স মাত্র ১০। সে স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। দারিদ্রের কারণে পরিবারের লোকজন তাকে নভি মুম্বইয়ে তাভানে গ্রামের একটি হোমে রেখে যায়।

প্রতিদিন সে প্রয়োজনীয় জল নিয়ে আসত অন্য জায়গা থেকে। ২০১৪ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রতিদিনের মতো মেয়েটি জল নিয়ে হোমে ফেরার পরই অভিযুক্ত তাকে একটি নির্জন ঘরে নিয়ে যায় এবং যৌন নিগ্রহ করে। মেয়েটি কর্তৃপক্ষকে সব কথা জানানোর পর অভিযুক্ত তার দোষ স্বীকার করে নেয়।

অনলাইন গেমের শেষ চ্যালেঞ্জ, ৮ তলা থেকে লাফিয়ে কিশোরের আত্মহত্যা

মুম্বই, ৩১ জুলাই : গেমের নাম ব্লু হোয়েল। এই গেমে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয় মোট ৫০টি। এইসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে প্রথম দিকেরগুলি সোজা মনে হয়। যেমন, ভোর ৪টের সময় উঠে ভয়ের ছবি দেখা। এই চ্যালেঞ্জগুলি নিতে অনেকের হয়তো ভালই লাগে।

কিন্তু তারপরই শুরু হয় অস্বস্তিকর সব চ্যালেঞ্জ। যেমন—হাত কেটে তাতে কিছু লেখা বা আঁকা। এও হয়তো কেউ কেউ সহ্য করে নেন। কিন্তু একদম শেষে যে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয় তা অবিশ্বাস্য। ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন শেষ করে দেওয়া। তবে মুখে করেছি বললে চলবে না। সবকিছুর ভিডিও তুলে প্রমাণ পাঠাতে হবে। আর সেই প্রমাণ পাঠাতে না পারলে সে যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছে তা মেনে নেওয়া হবে না। ভারতে সম্ভবত এই গেমে প্রথম বলি হল মুম্বইয়ের আন্ধেরির ১৪ বছরের এক কিশোর। আন্ধেরিতে এক বহুতলে বাস করত সে। ওই বহুতলে গিয়ে ৮ তলা থেকে শনিবার ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে কিশোরটি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ব্লু হোয়েল গেমের নেশা ছিল তার। অবশ্য গেমের চ্যালেঞ্জ মেটাতেই এই আত্মহত্যা কি না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

আন্ধেরির একটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র এই কিশোরের ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে পাইলট হওয়া। সবসময় পরিবারের সকলের কাছে তো বটেই, এমনকি বাইরের লোকের কাছেও সে তার এই ইচ্ছের কথা সুযোগ পেলেই জানাত। এজন্য রাশিয়া গিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে ছিল ওই কিশোরের।

এক প্রতিবেশী শনিবার তাকে দেখতে পান ছাদ ঘেরা রয়েছে যে পাঁচিল দিয়ে সেই পাঁচিলের উপরেই সম্ভবত সেলভি ভিডিও তুলতে তুলতে হাঁটছে সে। কিশোরটিকে এই অবস্থায় দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু তাকে বাঁচানোর জন্য সাহায্য করার আগেই ছাদ থেকে নিচে ঝাঁপ দেয় কিশোরটি।

এখনও পর্যন্ত সারা বিশ্বে কয়েকশো কিশোরের প্রাণ নিয়েছে ভয়ানক এই অনলাইন গেম। রাশিয়া থেকে নাকি এই গেমের উৎপত্তি। ওই দেশের বহু ছেলেমেয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার নেশায় মরণঝাঁপ দিয়েছে। অথচ সরকার এখনও পর্যন্ত গেমটি বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছেন না কেন, তা নিয়ে ক্ষুব্ধ রাশিয়া। ব্লু হোয়েল যিনি তৈরি করেছিলেন এ বছরের শুরুতে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। ছেলেমেয়েরা এই গেমের নেশায় পড়েছে কি না দেখতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ঘোরাঘুরি করছে মেসেজটি।

এই অনলাইন গেমে ৫০টি চ্যালেঞ্জ পূরণ করতে হয় খেলোয়াড়কে। প্রতিটি ধাপ পার হওয়ার সময় তার বিশ্বাসযোগ্য ছবি তুলে রাখতে হয়। সেই ছবি পাঠাতে হয় গেমের সঞ্চালককে। আর একদম শেষ চ্যালেঞ্জ হল ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়া। তবে ভিডিও বা ফটোগ্রাফের মাধ্যমে এরও প্রমাণ রাখতে হবে।

পুলিশের ধারণা, মুম্বইয়ের আন্ধেরিতে যে ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ কিশোরটি যদি এই অনলাইন গেমের কারণে আত্মহত্যা করে থাকে, তবে এটাই হবে এদেশে ব্লু হোয়েলের শিকার হওয়ার প্রথম নির্দশন। ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমগুলিতে ছোটদের জন্য নানা ধরনের গেম শো থাকে। এইসব শো দেখে বহু শিশু ও কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। পরে সরকার এ ধরনের শো বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়। মুম্বইয়ের আন্ধেরির কিশোরটি যদি রুশ অনলাইন গেম ব্লু হোয়েলের প্রেরণায় বাড়ির ৮ তলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে থাকে, তবে সরকারের উচিত হবে অবিলম্বে এ ধরনের অনলাইন গেম বন্ধ করে দেওয়া।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, আজকের অণু পরিবারে সন্তান একাকিত্বে ভোগে। আর সেই একাকিত্বই তাকে এই মারণ খেলার দিকে ঠেলে দেয়।

স্বাধীনতা দিবসের ভাষণের জন্য জনগণের কাছ থেকে 'আইডিয়া' চান প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : স্বাধীনতার পর থেকে দেশের সব প্রধানমন্ত্রীই লালকেল্লার র‍্যাম্পার্ট থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গত দু'বছরের মতো এবারও তিনি লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। তবে এবার একটু অভিনবত্ব থাকতে পারে তাঁর ভাষণে। এছাড়া গত দু'বারের মতো দীর্ঘভাষণ না দিয়ে ৪০-৫০ মিনিটের মধ্যেই ভাষণ শেষ করতে চান প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে যে অভিনবত্বের কথা শোনা যাচ্ছে, তা হল সাধারণ মানুষের মতামত এবার প্রতিফলিত হবে নরেন্দ্র মোদীর ভাষণে। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে জনগণের কাছ থেকে তাই 'আইডিয়া' চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। জনগণ তাঁদের সাজেশন এবং আইডিয়া পাঠাতে পারেন সরাসরি নরেন্দ্র মোদী অ্যাপে। স্পেশাল ফোরাম প্রধানমন্ত্রীর অফিসে তৈরি করেছে এই অ্যাপ।

কেন জনগণের মতামত চাওয়া হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী ট্যুইট করে বলেছেন, ''আমি যখন লালকেল্লার র‍্যাম্পার্ড থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিই, তখন আমি নিছকই মাধ্যম। আসলে ১২৫ কোটি ভারতীয়'র কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হয় আমার ভাষণে''। এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রী চাইছেন আমজনতার সুপারিশ ও আইডিয়া শোনা যাক তাঁর কণ্ঠে।

প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ট্যুইট করে জানিয়েছেন, এজন্য তৈরি করা হয়েছে স্পেশাল ওপেন ফোরাম। তাদের অ্যাপ নম্বর NMApp.http"// nm4.in/dnldapp", এছাড়া যারা অ্যাপ ডাউনলোড করতে চান মোবাইল ফোনে, তাঁরা মিসড কল দিলেই হবে। নম্বরটি হল ১৮০০ ২০ ৯০ ৯২০। প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিনটিকে তিনি 'সংকল্প পর্ব' বা 'ডে অফ রিসলভ' হিসেবে পালন করতে চান। নোংরা, আবর্জনা, দারিদ্র, সন্ত্রাসবাদ, বর্ণ বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতার মতো কুৎসিত জিনিসগুলি দেশ থেকে আমরা চিরতরে দূর করতে চাই বলে গত রবিবার রেডিওতে দেওয়া ভাষণে উল্লেখ করেছেন মোদী।

সম্ভবত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার দিনও সেই সংকল্পই গ্রহণ করবেন তিনি। সমগ্র জাতিকেও সেই সংকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। এছাড়া এবার স্বাধীনতা দিবসের ভাষণকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে বেঁধে রাখতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। ট্যুইট করে তিনি বলেছেন, ''আমার পরিকল্পনা হল ভাষণটি ৪০-৫০ মিনিটের বেশি হবেনা। গত তিন বছর ১৫ আগস্টের ভাষণ শুনে অনেকেই অভিযোগ করেছেন, তা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে বলে। তাই এবার আমি আমার ভাষণকে ছোট করতে চাই।'' অন্যান্য বছরগুলির তুলনায় এবার স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের গুরুত্ব আরও বেশি।

গুজরাতের বিধায়ক অপহরণ কাণ্ড, রাজ্যসভায় কংগ্রেস-বিজেপি সাংসদদের তীব্র বাদানুবাদ

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : গুজরাটের মানুষ যখন বানভাসি। তাঁরা যখন সাহায্যের জন্য নিজেদের বিধায়ককে খুঁজছেন, সেই সময় কংগ্রেস তাদের বেঙ্গালুরুতে নিয়ে গিয়ে হলি ডে রিসর্টে রেখেছে। সেখানে তারা পিকনিক করছেন, আর মহা আনন্দে রয়েছেন। রাজ্যের মানুষ যে দুর্গতিতে রয়েছেন, তা নিয়ে খোঁজখবর করার কোনও প্রয়োজন তাদের নেই। সংসদ বিষয়ক দফতরের প্রতিমন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি এই বলে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির আত্মরক্ষার পথটিও তৈরি করেন।

কারণ তার আগেই বিজেপি টাকা দিয়ে বিধায়ক কেনাবেচা শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ মধুসূদন মিস্ত্রি। তিনি বার বার বলতে থাকেন বিধায়কদের এক-একজনকে ১৫ কোটি করে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বিজেপি। দল ভাঙলেই রাজ্যসভা ভোটে তাদের প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত হবে ধরে নিয়েই এই কাজ করছে তারা বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেস সাংসদ। বিজেপি সাংসদরাও এর পাল্টা জবাব দেওয়ায় রাজ্যসভা ১০ মিনিটের জন্য মুলতুবি রাখতে বাধ্য হন সহকারী চেয়ারম্যান পি জে কুরিয়েন। কুরিয়েন অবশ্য গত শুক্রবারই রাজ্যসভায় বিষয়টি তোলার সুযোগ করে দেন। তিনি বলেন, সরকার এ নিয়ে আলোচনায় রাজি। কংগ্রেস সাংসদদের উচিত, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। কংগ্রেস কুরিয়েনের এই কথায় মোটেই সম্মত হয়নি।

প্রসঙ্গত, গুজরাটে কংগ্রেসের ৩ বিধায়ককে রাজ্যসভা ভোটের ঠিক আগেই অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ওই দল। এরপরই সোনিয়া গান্ধি সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের অনুমতিতেই গুজরাটের বাকি কংগ্রেস বিধায়কদের বেঙ্গালুরুর একটি রিসর্টে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপি দাবি করেছে, সোনিয়া গান্ধি নিজের দলের বিধায়কদের উপরই ভরসা নেই। তাই এই কাজ করেছে কংগ্রেস।

অন্যদিকে, কংগ্রেসের অভিযোগ গুজরাটের বিধায়ক অপহরণ কাণ্ডে রাজ্য সরকার পুলিশের সাহায্য নিয়েছে। এমনকি কংগ্রেসের প্রবীণ সাংসদ আনন্দ শর্মা দাবি করেছেন, এখন অপহৃতদের পরিবারকেও ভয় দেখাচ্ছে বিজেপি ও পুলিশ। কংগ্রেস সাংসদদের বিক্ষোভে সভা যখন উত্তাল, সেই সময় বিজেপিকে রক্ষা করতে মুখ খোলেন নকভি। তিনি দাবি করেন, গুজরাট যখন প্রবল বন্যার মুখোমুখি, তখন স্থানীয় বিধায়কদের দেখা যাচ্ছে না বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে। এর কী জবাব দেবে কংগ্রেস?

আসন্ন গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে মুম্বইয়ের একটি পুজো প্যান্ডেলে গণেশ মূর্তি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মুসলিমরা হিন্দুদের বংশধর, দাবি বিজেপি সাংসদের

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : গণপিটুনি নিয়ে সোমবার লোকসভায় বিতর্ক চলছিল। সেই বিতর্কে যোগ দিয়ে বিজেপি সাংসদ হুকুমদেব নারায়ণ যাদব নিজেই বিতর্ক সৃষ্টি করলেন। বিহারের মধুবনীর এই সাংসদ গণপিটুনির ঘটনাগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিরোধীরা যেভাবে টার্গেট করছে, তার তীব্র নিন্দা করে বলেন, এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে বার বার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরব হয়েছেন। অথচ সে নিয়ে বিরোধীরা একটি কথাও বলেন না। বামশাসিত কেরলে এক আরএসএস কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে, তা নিয়েও মুখে কুলুপ এঁটেছেন বিরোধীরা। হুকুমদেবের দাবি, উন্মত্ত জনতাকে সংযত করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারেরই। এই প্রসঙ্গে তিনি বিজেপির প্রয়াত নেতা দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নাম টেনে এনে বলেন, ভারতে মুসলিমরা হিন্দুদের বংশধর। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হিন্দু ভাবাবেগকে শ্রদ্ধা করা। তবে একইসঙ্গে একথাও বলেন, হিন্দুদেরও উচিত মুসলিম ভাবাবেগকে শ্রদ্ধা জানানো। এরপরই তিনি মন্তব্য করেন, যে আদর্শের জন্য তাঁর লড়াই তা রক্ষা করতে না পারলে তিনি বরং মৃত্যুকে বেছে নেবেন। জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যাদবের দাবি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং খান আবদুল গফ্‌ফর খানের মতো স্বাধীনতা যোদ্ধারা বন্দেমাতরম গাইতেন জাতীয়তার প্রসারে। আর আজ এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে এই গান গাওয়াও অপরাধ।

হিংসা বন্ধে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ৩১ জুলাই : এক আরএসএস কর্মীকে হত্যার অভিযোগে কেরলের বিভিন্ন অঞ্চলে যে হিংসা ছড়িয়ে পড়ছে, সেই হিংসা বন্ধে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ৬ আগস্ট সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দিল। এছাড়া রাজ্যপাল সিপিআই(এম) ও বিজেপি-আরএসএস নেতাদের মধ্যে বৈঠক করার ঠিক একদিন পরেই মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নও আরএসএস এবং বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। বৈঠকের পর তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে হিংসা ছড়িয়ে পড়ছে তার নিন্দা করে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলিকেই এখন নজরদারির কাজ চালাতে হবে। হিংসা বন্ধে দলীয় কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতেও উদ্যোগ নিতে হবে তাদের। যদিও আগের শান্তি বৈঠকগুলিকে পার্টি অফিস এবং দলীয় কর্মীদের বাড়ি আক্রমণ করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক কোডিইয়ারি বালাকৃষ্ণণের বাড়ি আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হয় বিজেপির একটি অফিসও। তিরুবনন্তপুরমে বালাকৃষ্ণন উন্মত্ত জনতার আক্রমণের লক্ষ্য হন। পুড়িয়ে দেওয়া হয় বহু সিপিএম কাউন্সিলরের বাড়ি। বিজয়ন এদিন বলেন, এই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য সব দলকেই সচেষ্ট হতে হবে। অন্যদিকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি কুমারন রাজশেখরনও বলেছেন, সরকার শান্তি ফিরিয়ে আনতে যে উদ্যোগ নিচ্ছে তাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করছে বিজেপি ও আরএসএস। সরকারকে সবরকম সাহায্যও করা হবে। কুমারন আরও বলেন, ''আমরা চাই রাজ্যে শান্তি ফিরে আসুক। কিন্তু সেইসঙ্গে সব রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। পুলিশকেও নিরপেক্ষ হতে হবে।'' এদিকে শান্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিংসাও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। কুন্নুর ও তিরুবনন্তপুরমের পর এদিন কোট্টায়ামেও হিংসাত্মক জনতা সিপিআই(এম)-এর ট্রেড ইউনিয়ন শাখা সিটুর জেলা কমিটির অফিস লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। অন্যদিকে কোট্টায়াম শহরে আরএসএসের অফিসে একটি পেট্রোল বোমা পাওয়া যায়।

কোচি শহরের বাইরে একটি মাছ চাষ কেন্দ্রের জলাশয়ে মৎস্যজীবীরা ব্যস্ত মাছ ধরায়।

রেলওয়ে পরিসংখ্যানে দাবি, নিরাপত্তা বাড়ানোয় কমেছে দুর্ঘটনা

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : রেলমন্ত্রক রীতিমতো খুশি। কারণ ধারবাহিকভাবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফল মিলেছে হাতেনাতে। রেলের দুর্ঘটনা আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। রেলমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় ২০১৬-১৭ সালে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমানো গেছে।

২০১৪-১৫ সালে রেল দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ১৩৫। সেই সংখ্যা কমে ২০১৫-১৬তে হয়েছে ১০৭। ২০১৬-১৭তে তা আরও কমে হয়েছে ১০৪। চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ২০১৬ সালের তুলনায় রেল দুর্ঘটনা অনেকটাই কমেছে। উন্নতির পরিমাণ ৪৮.৩ শতাংশ।

রেল মন্ত্রকের এক মুখপাত্র এজন্য যাবতীয় কৃতিত্ব দিতে চান দফতরের মন্ত্রী সুরেশ প্রভুকে। ২০১৬-১৭ সালে রেল বাজেটে প্রভু 'মিশন জিরো অ্যাক্সিডেন্ট' প্রবর্তন করেছেন। ট্রেন দুর্ঘটনা কমাতে দেওয়া হয়েছে স্পেশাল ড্রাইভ। নেওয়া হচ্ছে নানারকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আর এজন্য প্রযুক্তিগত উন্নতি সর্বাগ্রে করা হচ্ছে।

এছাড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে রেল ট্র্যাককে দ্রুতগামী করে তোলা, আল্ট্রাসনিক রেল ডিটেকশন সিস্টেম গড়ে তোলা। এছাড়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিংগুলির সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনা।

২০১৬-১৭ সালের বাজেটে সারা দেশে ১,৫০৩টি প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং এবং ৪৮৪টি প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং বন্ধ করা হয়েছে। সড়কগুলিতে ওভারব্রিজ বা আন্ডারব্রিজ তৈরি করে প্রহরীবিহীন ও প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিংয়ের সংখ্যা কমানো হয়েছে। এ পর্যন্ত এই উদ্যোগ সর্বকালীন রেকর্ড হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিংগুলিতে সবচেয়ে বেশি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। সেই সুপারিশ মেনে নিয়ে রেল মন্ত্রক ২০২০ সালের মধ্যে ব্রডগেজে এই ধরনের যাবতীয় লেভেল ক্রসিং বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। তৈরি হয়েছে দুর্ঘটনা মোকাবিলায় বিশেষ নিরাপত্তা তহবিল রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষা কোষ। দুর্ঘটনা ছাড়াও জটিল নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে খরচ করা হবে এই তহবিলের অর্থ। তহবিলে ইতিমধ্যেই সঞ্চিত হয়েছে ১ লক্ষ কোটি টাকা। এছাড়া রেল ট্র্যাকগুলি সংস্কারের জন্য অর্থের পরিমাণ গত পাঁচ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে।